রেজিষ্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, সেপ্টেম্বর ২৮, ১৯৯৯

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ ২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৯৯৯ ইং/১২ই আশ্বিন, ১৪০৬ বাং

এস, আর, ও নং-২৭৯-আইন/৯৯—Inland shipping Ordinance, 1976 (LXXII of 1976) এর section 82 তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার এতদুদ্দেশ্যে প্রণীত সকল বিদ্যমান বিধিমালা বাতিলক্রমে নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল এবং এই মর্মে ঘোষণা করিল যে, প্রস্তাবিত বিধিমালার ব্যাপারে কাহারো কোনআপত্তি বা মন্তব্য থাকিলে তিনি তাহা লিখিতভাবে অত্র প্রজ্ঞাপন জারীর তারিখ হইতে সাত দিনের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর বরাবরে দাখিল করিলে বিবেচনা করা হইবে।

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনামা।—এই বিধিমালা অভ্যন্তরীণ জাহাজ (সর্বনিম্ন নিরাপদ নাবিক সংখ্যা) বিধিমালা, ১৯৯৯ নামে অভিহিত হইবে।

২। সংজ্ঞা।—বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়—

(ক) "অধ্যাদেশ" অর্থ the Inland Shipping Ordinance, 1976 (LXXII of 1976)

(খ) "অভ্যন্তরীণ জলপথ" অর্থ অধ্যাদেশের section 2(f) এ সংজ্ঞায়িত "inland ship";

(গ) "আই এস এস এ" অর্থ অভ্যন্তরীণ জাহাজ নিরাপত্তা প্রশাসন;

(ঘ) "জাহাজ" বা "অভ্যন্তরীণ জাহাজ" অর্থ অধ্যাদেশের section 2(e) তে সংজ্ঞায়িত "inland ship";

(ঙ) "প্রিন্সিপাল সার্ভেয়ার" অর্থ আই, এস, এস, এ (ইসা) র প্রধান;

(চ) "মহাপরিচালক" অর্থ সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক।

মূল্য ঃ টাকা ২.০০

৩। **সর্বনিম্ন নিরাপদ নাবিক সংখ্যা সার্টিফিকেট।**—(১) প্রিন্সিপাল সার্ভেয়ার প্রত্যেক অভ্যন্তরীণ জাহাজের জন্য একটি সর্বনিম্ন নিরাপদ নাবিক সংখ্যা সার্টিফিকেট ইস্যু করিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রদত্ত সার্টিফিকেট প্রত্যেক জাহাজ বাধ্যতামূলকভাবে বহন করিবে।

৪। **জাহাজে নিয়োগের ক্ষেত্রে শারীরিক উপযুক্ততা।**—(১) প্রিন্সিপাল সার্ভেয়ার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত কোন মেডিকেল অফিসার কর্তৃক শারীরিকভাবে পরীক্ষিত এবং উপযুক্ত ঘোষিত না হইলে কোন ব্যক্তিকে জাহাজে নিয়োগ করা যাইবে না।

(২) ৫৮ বৎসরের বেশী বয়স্ক কোন ব্যক্তি প্রিন্সিপাল সার্ভেয়ার কর্তৃক নির্ধারিত কোন সিভিল সার্জন কর্তৃক পরীক্ষিত হইয়া শারীরিকভাবে জাহাজে চাকুরীর জন্য যোগ্য ঘোষিত হইলে কোন জাহাজে নিযুক্তির জন্য তাহার যোগ্যতা সার্টিফিকেট রিভেলিডেট করা যাইতে পারে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, প্রতি দুই বৎসর অন্তর এতদুদ্দেশ্যে গঠিত পরীক্ষা বোর্ডের নিকট উক্ত ব্যক্তিকে উপস্থিত হইতে হইবে।

৫। **জীবন রক্ষাকারী সরঞ্জাম থাকা সাপেক্ষে অতিরিক্ত মাষ্টার, ইত্যাদি নিয়োগ।**—সর্বনিম্ন নাবিক সংখ্যা সার্টিফিকেট দ্বারা নির্ধারিত ইঞ্জিনিয়ার, মাষ্টার, ড্রাইভার ও অন্যান্য পদবীর ব্যক্তির অতিরিক্ত লোক কোন জাহাজে এই শর্তে নিয়োগ করা যাইবে যে, সংশ্লিষ্ট জাহাজে বিধি দ্বারা নির্ধারিত জীবন রক্ষাকারী সরঞ্জাম রহিয়াছে।

৬। **বিদেশী নাগরিকের নিয়োগ।**—মহাপরিচালকের লিখিত পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে কোন বিদেশী নাগরিককে জাহাজের নাবিক বা অপর কোন পদে নিয়োগ করা যাইবে না।

৭। **সী-ম্যান বুক।**—(১) জাহাজের মালিক জাহাজে কর্মরত মাষ্টার, ড্রাইভার এবং অন্যান্য নাবিকদের সী-ম্যান বুক সংরক্ষণ করিবেন; যাহাতে প্রত্যেক নাবিকের বিবরণ, তাহার চাকুরীতে যোগদান, চাকুরী হইতে অব্যাহতির তারিখ, ছুটি এবং অন্যান্য বিষয় লিপিবদ্ধ থাকিবে।

(২) সী-ম্যান বুক এর প্রত্যেক পৃষ্ঠার এন্ট্রি প্রিন্সিপাল সার্ভেয়ার কর্তৃক নির্ধারিত সার্ভেয়ার বা কর্মকর্তা দ্বারা পৃষ্ঠাংকনকৃত হইতে হইবে।

৮। **সর্বনিম্ন নিরাপদ নাবিক সংখ্যা সার্টিফিকেটের শর্ত প্রতিপালন নিশ্চিত করণার্থে পরিদর্শন।**—(১) এই বিধিমালার অধীন প্রদত্ত সর্বনিম্ন নিরাপদ নাবিক সংখ্যা সার্টিফিকেটের যাবতীয় শর্ত প্রতিপালন নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে প্রিন্সিপাল সার্ভেয়ার তদকর্তৃক নিযুক্ত বা মনোনীত সার্ভেয়ার দ্বারা প্রতিটি জাহাজ পরিদর্শন করাইবার ব্যবস্থা করিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন পরিদর্শনকালে সার্ভেয়ার যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, কোন জাহাজ সর্বনিম্ন নিরাপদ নাবিক সংখ্যা সার্টিফিকেটের শর্ত ভংগ করিয়াছে, তাহা হইলে সার্ভেয়ার উক্ত জাহাজকে অভ্যন্তরীণ জলসীমায় কোন কাজে ব্যবহারের অযোগ্য ঘোষণা করিতে পারিবে।

৯। **বিদেশী পতাকাবাহী জাহাজ।**—(১) অভ্যন্তরীণ জলসীমায় অবস্থানরত প্রত্যেক বিদেশী পতাকাবাহী জাহাজ সংশ্লিষ্ট দেশ কর্তৃক নির্ধারিত সর্বনিম্ন নিরাপদ নাবিক সংখ্যা সম্পর্কিত নিয়মাবলী পালন করিতেছে কিনা তাহা বিধি ৮ এর অধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত সার্ভেয়ার পরিদর্শন করিতে পারিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন পরিদর্শনকালে সার্ভেয়ার যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, কোন বিদেশী পতাকাবাহী জাহাজ অভ্যন্তরীণ জলসীমায় অবস্থানকালে সংশ্লিষ্ট দেশের সর্বনিম্ন নিরাপদ নাবিক সংখ্যা সম্পর্কিত নিয়মাবলীর কোন শর্ত লংঘন করিয়াছে, তাহা হইলে তিনি উক্ত জাহাজকে আটক করিবার আদেশ দিতে পারিবেন এবং জাহাজে ত্রুটি, অসংগতি বা স্বল্পতা দূর করার জন্য বিষয়টি অবহিত করিবেন এবং উক্ত স্বল্পতা, ইত্যাদি দূরীভূত করা পর্যন্ত আটকাদেশ কার্যকর থাকিবে।

১০। **জাহাজের কতিপয় পদে নিয়োগে বাধা নিষেধ**।—(১) তৈলবাহী ট্যাংকার, রসায়ন ট্যাংকার অথবা গ্যাস ক্যারিয়ারে মাল বোঝাই এবং ট্রানজিট মালামালের তত্ত্বাবধান এবং হেন্ডলিং এবং প্রত্যক্ষ দায়িত্ব পালনে সক্ষম বলিয়া কোন ব্যক্তিকে এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত প্রত্যায়ন পত্র না থাকিলে কোন ব্যক্তিকে ঐ সকল দায়িত্ব পালনের কাজ করার জন্য কোন পদে নিয়োগ করা যাইবে না।

(২) জাহাজের নেভিগেশনাল ওয়াচ হিসাবে বা উক্ত পদের বিপরীতে ভারপ্রাপ্ত হিসাবে কোন ব্যক্তিকে নিয়োগ করা যাইবেনা, যদি তিনি তৎমর্মে যোগ্যতাসম্পন্ন না হন বা প্রিন্সিপাল সার্ভেয়ার কর্তৃক তাহাকে অব্যাহতি (ডিসপেনসেশন) দেওয়া না হয়।

(৩) ১৮৬ কিলোওয়াট শক্তিসম্পন্ন অথবা তদুর্ধশক্তি সম্পন্ন প্রত্যেক অভ্যন্তরীণ জাহাজে অন্যূন একজন ডেক পার্সোনেল ট্রেনিং সেন্টারে ট্রেনিংপ্রাপ্ত ক্যাডেটকে এবং বাংলাদেশ ইনষ্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজিতে ট্রেনিংপ্রাপ্ত অপর একজন ক্যাডেটকে যথাক্রমে লস্কর ও গ্রীজার হিসাবে নিয়োজিত করিতে হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এই মানের ক্যাডেট পাওয়া না গেলে প্রিন্সিপাল সার্ভেয়ার এই বাধ্যবাধকতা হইতে কোন জাহাজকে অব্যাহতি দিতে পারিবেন।

১১। **জাহাজের শ্রেণীবিন্যাস, ইত্যাদি**।—(১) পরিশিষ্ট ক অনুযায়ী শ্রেণীভেদে জাহাজে সর্বনিম্ন কত সংখ্যক মাষ্টার/ইঞ্জিনিয়ার/ড্রাইভার/নাবিক নিয়োগ করিতে হইবে তাহা নির্ধারিত হইবে।

(২) পরিশিষ্ট খ অনুযায়ী কোন জাহাজে সর্বনিম্ন কত সংখ্যক ও কি মানের আভ্যন্তরীণ মাষ্টার ও নাবিক নিয়োগ করিতে হইবে তাহা নির্ধারিত হইবে।

(৩) পরিশিষ্ট গ অনুযায়ী ইনল্যান্ড মেরিন ইঞ্জিনিয়ার এবং ইঞ্জিন ড্রাইভার এবং গ্রীজার এর ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন সংখ্যা ও মান নির্ধারণ করা হইবে।

পরিশিষ্ট ক

১ম শ্রেণী ঃ বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ জলসীমায় দিবা ও রাত্রের চলাচলকারী লোডেড জলরেখার ২০ মিটার ও অধিক জলরেখা বিশিষ্ট সকল যাত্রীবাহী জাহাজ।

২য় শ্রেণী ঃ অভ্যন্তরীণ জলসীমায় শুধু শান্ত পানিতে এবং দিবাভাগে চলাচলকারী যাত্রবাহী জাহাজ (যদি এ ধরণের জাহাজে জেনারেটরসহ পর্যাপ্ত আলোর সুবিধাদি থাকে তবে সর্বোচ্চ রাত্রি ১০টা পর্যন্ত চলাচলের অনুমতি দেয়া যেতে পারে)।

৩য় শ্রেণী ঃ বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ জলসীমায় দিবা ও রাত্রে চলাচলকারী লোডেড জলরেখার ২০ মিটার ও অধিক জল রেখা বিশিষ্ট সকল মালবাহী অথবা টোয়িং জাহাজ।

৪র্থ শ্রেণী ঃ বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ জলসীমায় কেবল মাত্র শান্ত পানিতে ও দিবা ভাগে চলাচলকারী সকল মালবাহী অথবা টোয়িং জাহাজ।

৫ম শ্রেণী ঃ বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ জলসীমায় নদী বন্দর এলাকার দিবাভাগে চলাচলকারী সকল অ-বাণিজ্যিক জাহাজে যদি জেনারেটরসহ পর্যপ্ত আলোর সুবিধাদি থাকে তবে সর্বোচ্চ রাত্রি ১টা পর্যন্ত চলাচলের অনুমতি দেয়া যেতে পারে।

পরিশিষ্ট-খ

কলাম-১	কলাম-২	কলাম-৩			
জাহাজের শ্রেণী	কিলোওয়াট শক্তি	যে শ্রেণীর সার্টিফিকেট প্রয়োজন			
		১ম শ্রেণীর মাষ্টার	২য় শ্রেণীর মাষ্টার	৩য় শ্রেণীর মাষ্টার	নাবিক
১ম শ্রেণী	৪৪৭ কিলোওয়াট এবং তদুর্ধ	১	১		৮
	১৮৬ কিলোওয়াট এবং তদুর্ধ কিন্তু ৪৪৭ কিলোওয়াটের কম		১	১	৭
	১১ কিলোওয়াট এবং তদুর্ধ কিন্তু ১৮৬ কিলোওয়াটের কম			২	৪
*২য় শ্রেণী	৪৪৭ কিলোওয়াট এবং তদুর্ধ	১			৬
	১৮৬ কিলোওয়াট এবং তদুর্ধ কিন্তু ৪৪৭ কিলোওয়াটের কম		১		৫
	১১ কিলোওয়াট এবং তদুর্ধ কিন্তু ১৮৬ কিলোওয়াটের কম			১	৪
৩য় শ্রেণী	৪৪৭ কিলোওয়াট এবং তদুর্ধ	১	১		৭
	১৮৬ কিলোওয়াট এবং তদুর্ধ কিন্তু ৪৪৭ কিলোওয়াটের কম		১	১	৫
	১৮৬ কিলোওয়াট কম			২	৪
*৪র্থ শ্রেণী	৪৪৭ কিলোওয়াট এবং তদুর্ধ	১			৬
	১৮৬ কিলোওয়াট এবং তদুর্ধ কিন্তু ৪৪৭ কিলোওয়াটের কম		১		৪
	১১ কিলোওয়াট এবং তদুর্ধ কিন্তু ১৮৬ কিলোওয়াটের কম			১	৩
*৫ম শ্রেণী	৪৪৭ কিলোওয়াট এবং তদুর্ধ	১			৪
	১৮৬ কিলোওয়াট এবং তদুর্ধ কিন্তু ৪৪৭ কিলোওয়াটের কম		১		৩
	১১ কিলোওয়াট এবং তদুর্ধ কিন্তু ১৮৬ কিলোওয়াটের কম			১	৩

* যদি ২য়, ৪র্থ এবং ৫ম শ্রেণীর জাহাজ আট ঘন্টার উর্ধে পরিচালিত হয় তবে ঐ জাহাজে কমপক্ষে দুইজন অভ্যন্তরীণ মাষ্টার থাকিতে হইবে। প্রধান অভ্যন্তরীণ মাষ্টারকে জাহাজের নিবন্ধিকৃত কিলোওয়াট শক্তি অনুরূপ যোগ্যতার সনদপত্রের অধিকারী হইতে হইবে। কনিষ্ঠ মাষ্টার/মাষ্টারগণকে জাহাজের কিলোওয়াট শক্তির অনুরূপ সেই সনদের এক গ্রেড নীচের যোগ্যতার সনদের অধিকারী হইতে হইবে। এই ধরণের জাহাজে কলাম ৩-এ প্রদর্শিত নাবিকের চেয়ে কমপক্ষে একজন অতিরিক্ত নাবিক রাখিতে হইবে।

পরিশিষ্ট-গ

কলাম-১	কলাম-২	কলাম-৩				
জাহাজের শ্রেণী ভেদে	নিবন্ধিকৃত কিলোওয়াট শক্তি	যে শ্রেণীর সার্টিফিকেট প্রয়োজন				
		ইনল্যান্ড মেরিন ইঞ্জিনিয়ার	১ম শ্রেণীর ড্রাইভার	২য় শ্রেণীর ড্রাইভার	৩য় শ্রেণীর ড্রাইভার	গ্রীজার
১ম শ্রেণী	১১২০ কিলোওয়াট এবং তদূর্ধ	১	১			৩
	৪৪৭ কিলোওয়াট এবং তদূর্ধ কিন্তু ১১২০ কিলোওয়াটের কম		১	১		৩
	১৮৬ কিলোওয়াট এবং তদূর্ধ কিন্তু ৪৪৭ কিলোওয়াটের কম			১	১	৩
	৩৭ কিলোওয়াট এবং তদূর্ধ কিন্তু ১৮৬ কিলোওয়াটের কম				২	১
*২য় শ্রেণী	১১২০ কিলোওয়াট এবং তদূর্ধ	১				৩
	৪৪৭ কিলোওয়াট এবং তদূর্ধ কিন্তু ১১২০ কিলোওয়াটের কম		১			৩
	১৮৬ কিলোওয়াট এবং তদূর্ধ কিন্তু ৪৪৭ কিলোওয়াটের কম			১		২
	৩৭ কিলোওয়াট এবং তদূর্ধ কিন্তু ১৮৬ কিলোওয়াটের কম				১	১
৩য় শ্রেণী	১১২০ কিলোওয়াট এবং তদূর্ধ	১	১			৩
	৪৪৭ কিলোওয়াট এবং তদূর্ধ কিন্তু ১১২০ কিলোওয়াটের কম		১	১		৩
	১৮৬ কিলোওয়াট এবং তদূর্ধ ৪৪৭ কিলোওয়াটের কম			১	১	৩
	৩৭ কিলোওয়াট এবং তদূর্ধ কিন্তু ১৮৬ কিলোওয়াটের কম				২	৩
*৪র্থ শ্রেণী	১১২০ কিলোওয়াট এবং তদূর্ধ	১				৩
	৪৪৭ কিলোওয়াট এবং তদূর্ধ কিন্তু ১১২০ কিলোওয়াটের কম		১			৩
	১৮৬ কিলোওয়াট এবং তদূর্ধ কিন্তু ৪৪৭ কিলোওয়াটের কম			১		২
	৩৭ কিলোওয়াট এবং তদূর্ধ কিন্তু ১৮৬ কিলোওয়াটের কম				১	১

	১১২০ কিলোওয়াট এবং তদূর্ধ	১				২
	৪৪৭ কিলোওয়াট এবং তদূর্ধ কিন্তু ১১২০ কিলোওয়াটের কম		১			২
* ৫ম শ্রেণী	১৮৬ কিলোওয়াট এবং তদূর্ধ কিন্তু ৪৪৭ কিলোওয়াটের কম			১		২
	৩৭ কিলোওয়াট এবং তদূর্ধ কিন্তু ১৮৬ কিলোওয়াটের কম				১	১

* এই ধরনের জাহাজসমূহ যদি আট ঘন্টার উর্ধে পরিচালিত হয় তবে এই জাহাজে কমপক্ষে দুই সনদধারী ইনল্যান্ড মেরিন ইঞ্জিনিয়ার/ড্রাইভার রাখিতে হইবে। ইনল্যান্ড মেরিন ইঞ্জিনিয়ার এবং ইঞ্জিন ড্রাইভারকে জাহাজে নিবন্ধিকৃত কিলোওয়াট শক্তি অনুরূপ যোগ্যতার সনদপত্রের অধিকারী হইতে হইবে। কনিষ্ঠ ড্রাইভার/ড্রাইভারগণকে জাহাজের কিলোওয়াট শক্তির অনারূপ সেই সনদের এক গ্রেড্ নীচের যোগ্যতার সনদের অধিকারী হইতে হইবে। এ ধরণের জাহাজে ক্রীজার এর সংখ্যা দুই এর চেয়ে কম হইবে না।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মিয়া মুশতাক আহমদ
উপ-সচিব (জাহাজ)।

মোঃ আবদুল করিম সরকার (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আমিন জুবেরী আলম, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরমস ও প্রকাশনী অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।